আলোচনা : চিত্রকলা

শঙ্কর ঘোষের ভাস্কর্য ৯০-তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

মৃণাল ঘোষ

প্রখ্যাত ভাস্কর শঙ্কর ঘোষের (১৯৩৪-২০২০) ৯০-তম জন্মদিনে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে আকৃতি আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত হল প্রদর্শনী (১৩-২৪ আগস্ট ২০২৪)। শঙ্কর ঘোষ ১৯৬০-এর দশকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন একজন ভাস্কর, যিনি ভাস্কর্যে স্বকীয় এক রূপরীতি তৈরি করেছিলেন। তাঁর ভাস্কর্য ছিল মূলত অবয়বী। মানব-মানবীর শরীরের নানা ভঙ্গি ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি অস্তিত্বের নিভৃত সংলাপ ও সংগীতকে উন্মীলিত করেছিলেন। সদর্থকতাই ছিল তাঁর প্রকাশের প্রধান অভিমুখ সংকটও রূপায়িত হয়েছে কখনও-কখনও, যদিও খুবই সীমিত ক্ষেত্রে। তাঁর শিল্পশিক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯৫১ সালে। প্রথমে কিছুদিন ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিখেছিলেন। এরপর ১৯৫২ থেকে ৫৮ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ভাস্কর্য-শিক্ষা শেষ করেন।

তখন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভাস্কর্যের শিক্ষক ছিলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯১)। তাঁর কাছে শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ষাটের দশকের এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী ভাস্কর। ভাস্কর্যের বিশেষ এক রূপভঙ্গি ও দর্শন উঠে এসেছিল তাঁদের চর্চার মধ্য দিয়ে। এর মূল প্রবণতা ছিল, অবয়বের স্বাভাবিকতাকে নানাভাবে রূপান্তরিত করে রূপের অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে জীবনের সংকট ও সদর্থকতাকে উন্মীলিত করা। পাশ্চাত্যে আধুনিক ও আধুনিকতাবাদী ভাস্কর্যে শরীরী রূপ নিয়েই নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। রঁদা, বুর্দেল থেকে শুরু করে ব্রাঁকুসি, হেনরি মুর, বারবারা হেপওয়ার্থ পর্যন্ত যে বিপুল পরীক্ষানিরীক্ষা, তাঁর ঢেউ এসে পৌঁছোচ্ছে এখানে। আমাদের দেশীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতা শুরু হয়েছিল ১৮৫০-এর দশকে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে। তখন ভাস্কর্যের মূল প্রবণতা ছিল, অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতাবাদের দিকে। শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করের কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের আধুনিক ও আধুনিকতাবাদী ভাস্কর্য প্রথম মুক্তির দিশা পেয়েছিল। স্বাভাবিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিই ছিল চল্লিশের দশক পরবর্তী বাংলা তথা ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রধান লক্ষ্য। কলকাতায় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই প্রকল্পে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁদের অন্যতম প্রধান।

শঙ্কর ঘোষ প্রদোষ দাশগুপ্তের কাছ থেকে যে প্রেরণা পেয়েছিলেন, তাকে ভিত্তি করেই নিজস্ব জীবনবোধ থেকে তিনি তাঁর ভাস্কর্যকে নানা রূপ থেকে রূপান্তরের দিকে নিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন আত্মমগ্ন, প্রচারবিমুখ, অত্যন্ত তন্নিষ্ঠ একজন শিল্পী। প্রচারের আলোয় কখনও নিজেকে উন্মীলিত করেননি। তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে খ্যাতি ও স্বীকৃতি পাওয়ার কথা ছিল জীবনকালে তিনি তা পাননি। তিনি নিজে গোপাল ঘোষ। দিলীপ দাশগুপ্ত প্রমুখ দিকপাল চিত্রীদের কাছেও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। শিল্পের সাংগঠনিক দিক নিয়েও নানা কাজ করেছেন। চৌরঙ্গির মেট্রোপলিটান বিল্ডিং-এ 'মেট্রোপলিটান আর্ট গ্যালারি' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা তাঁর বিশেষ

একটি কৃতি। আলোচ্য প্রদর্শনীতে তাঁর ব্রোঞ্জ-ভাস্কর্যগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর নির্মিতি ও জীবনবোধ উভয়দিকই প্রকৃষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এরই কয়েকটি কাজ আমরা দেখার চেষ্টা করব।

'এলিগান্স ব্রাউন' শীর্ষক রচনাটিতে এক নগ্নিকা মানবীর শরীরের উর্ধ্বাংশ রূপায়িত হয়েছে। অবয়বের স্ফীতি সঞ্জাত পূর্ণতা এখানে জীবনের পূর্ণতারও আভাস আনে। 'ট্রান্সফর্মেশন' শীর্ষক রচনাটিতে মানবী শরীরকেই তিনি বিমূর্ততার দিকে নিয়ে গেছেন ছন্দিত জ্যামিতির বিন্যাসে। তাঁর রূপভাবনার এই যেমন একটি দিক, তেমনি 'পার্কআওয়ার' রচনায় উর্ধ্বোত্থিত প্রলম্বিত প্রাচীর সদৃশ উপস্থাপনায় পরিসরের পূর্ণতা ও শূন্যের দ্বৈতে জীবন ও জ্যামিতিকে মিলিয়েছেন প্রজ্ঞাদীপ্তভাবে। 'শেফার্ড ইন ফরেস্ট' রচনায় বাস্তব বা স্বাভাবিকতাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করেছেন বিমূর্তায়িত ছন্দিত বিন্যাসে। বড়ো-বড়ো গাছগুলি উঠে গেছে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে। তাঁদের মধ্যবর্তী যে শূন্য পরিসর, তা অসামান্য আলোর ব্যঞ্জনা এনেছে। এরই মধ্যে নিম্নভাগে দেখা যায় পশুসহ এক রাখালকে। বিষয় নয়, রূপকেই এভাবে অভিনবত্বে ব্যঞ্জিত করেছেন শিল্পী। 'কিং' রচনায় দেখি রাজার মুখমণ্ডলকে খানিকটা শঙ্কু আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। খুবই সূক্ষ্মভাবে 'প্রিমিটিভ' -এর অনুষঙ্গ এসেছে এখানে। 'মিউজিক ব্যান্ড' রচনায় সংগীত পরিবেশন রত শিল্পীদের উপস্থাপনাও হয়ে উঠেছে যেন সুরের ঐকতান। রূপের এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শিল্পীজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তরুণ ভাস্কর দেবাঞ্জন রায়ের করা শঙ্কর ঘোষের অসামান্য মুখাবয়ব ভাস্কর্যটি প্রদর্শনীকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।//